যুগান্তর

তারিখ ... 10-FEB-2007
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৩

পবিপ্রবি ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি স্বজনপ্রীতির অভিযোগে মামলা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ভিসি ড. আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কৃষিবিদ মোঃ নূরুফর রহমান বাদী হয়ে পটুয়াখালী সহকারী জজ আদালতে সম্প্রতি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং দেমনেং-৮/০৭ ইং তারিখ : ২২/০১/২০০৭।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, রাজনৈতিক

মামলা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

মামলা : ভিসির বিরুদ্ধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিবেচনায় হাওয়া ভবনের আশীর্বাদে জামায়াতপন্থী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. আবদুল লতিফ মাসুম বেআইনিভাবে উপাচার্য পদে নিয়োগ পান। এর পরপরই তিনি সীমাহীন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বেচ্ছাচারিতা, ঢালাওভাবে দলীয় লোকদের অবৈধ নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, সরকারি অর্থ অপচয়, লোপাট, উৎকোচ গ্রহণ এবং অধীনস্থ সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানাভাবে হয়রানি অব্যাহত রেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের দলীয়করণ ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে সব-ক্ষেত্রে চরম স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। তার নিয়োগ প্রাপ্তি সম্পূর্ণ বেআইনি। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ২০০১ এর ১০/১ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, ভিসিকে অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যাপক হয়ে অংকের উৎকোচ দিয়ে বেআইনি পথে তিনি উপাচার্য পদে নিয়োগ বাগিয়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘবদ্ধ একটি সুবিধাবাদী চক্রের যোগসাজশে পিসি-বর্হিভূত এবং শূন্যপদ বাতিরেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তিনি অর্থের বিনিময়ে অবৈধভাবে নিয়োগ বাণিজ্য শুরু করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ চালু না থাকলেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উপাচার্যের কথিত পালিত পুত্র নিউটনকে তড়িঘড়ি করে প্রভাষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। ২০০৬-০৭ সেশনে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে সিট সংখ্যার অতিরিক্ত ৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন অনুষদে ভর্তি করেছেন। অভিযোগকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ, দুর্নীতিবাজ ও বেআইনি নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিকে অপসারণের দাবি জানান এবং বলেন, অন্যথায় যে কোন মুহূর্তে ছাত্র-অভিভাবকসহ এলাকাবাসী ফুঁসে উঠতে পারেন।